ফুল্লরা উপাখ্যান

প্রদীপ সামন্ত

ভোরের দিকে বাবা খুব কাশতো খকখক করে। মা বলতো, যাও, রাত জেগে কীর্তন গান গাইতে যাও বেশি করে বেরিয়ে। বাবার গানের গলা ছিল বেশ তীক্ষ্ণ । গোঁফ - দাড়ি কেটে চকচকে মুখ - চোখ সবসময়। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যেত আগের দিনের কাজল লেগে আছে চোখের কোনায়। মনে হত যেন সূর্মা দিয়েছে। খুব ছোটবেলায় বাবাকে দেখতাম, মাঝে মাঝে দু-চারদিন ঘরে ফিরত না। বাবা না ফিরলে মার চেহারা কঠিন হয়ে যেত। কারণে অকারণে আমাদের দু-ভাইকে বকত। খাবার কথা একবারের জায়গায় দু-বার বললেই খিঁচিয়ে উঠত। এভাবে আমরা দু-ভাই মার কাছে মানুষ হচ্ছিলাম। পরে শুনলাম, বাবা নাকি চণ্ডীমঙ্গলের দলে ভিড়েছে। আমাদের পাশের গ্রামে একবার বাবার দল যাত্রাপালা করতে এল। আমরা দূরে বসে বাবার অভিনয় দেখছিলাম। বাবার কী তীব্র গলা। বড় ভালো লাগছিল তাকে। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর অভিনয় করত সে। কী মানিয়েছিল তাকে। যেমন লম্বা তেমনিকোঁকড়ানো চুল। মনে হচ্ছিল বাবা সত্যি সত্যি শিকারে যাচ্ছে। মাকে দেখছিলাম মিটিমিটি হাসছে আর আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখ মুছছে। মঞ্চে বাবাকে আর মঞ্চের বাইরে দর্শকের আসনে লজ্জায় রাঙা মাকে দেখে আমার বেশ ভালো লাগছিল।

বাবা মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরত। যাত্রাগান করতে করতে ফুল্লরার সঙ্গে তার একটু ভাব ভালোবাসা হয়। গাঁ- গঞ্জে পাঁচজন পাঁচ কথা বলে। সেকথা মার কানে পৌঁছোয়। বাবা বাড়ি ফিরলে মা খোঁটা দেয়। ভালো করে জানতে চায় ফুল্লরার কথা। আর অমনি বাবার অন্য মূর্তি। মঞ্চে অমন যে খোলামেলা অভিনয় করে, সেই বাবাকে বাড়িতে এলে যেন চেনাই যেত না। গম্ভীর আর খিটখিটে মেজাজের বাবাকে একটুও ভালো লাগত না। কেমন অন্য একটা লোক হয়ে যাচ্ছিল সে। ফুল্লরার কথা নিয়ে মার সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যেত । বাবা রাগ করে বাড়ি আসা কমিয়ে দিত। প্রায় দু-মাস তিনমাস পরে একদিন হয়তো বাড়ি ফিরে আসত। স্নান করে গুছিয়ে ভাত খেতে বসত। অমনি মা ফস করে ফুল্লরার কথা বলে ফেলত। খাওয়ার থালা ঠেলে দিয়ে বাবা উঠে পড়ত। এঁটো হাতে বেরিয়ে যেত। মা কাঁদতে কাঁদতে বাবার এঁটো মুছত। গৃহস্থ বাড়ির কর্তা কাজে গেলেন। তাঁর এঁটো বাসন তো মাজতে হবে। নইলে যে অকল্যাণ হবে ! দাওয়ায় বসে বসে দেখতাম খিড়কির ঘাটে মা বাসন মাজছে। তার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। থালার উপর ছাইয়ের আস্তরণ। তার উপর ফোঁটা ফোঁটা জলের ছোপ। ওই বয়সে ওই দৃশ্য দেখে আমারও কান্না পেয়ে যায়। আমিও চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে আসি। বাবার উপর খুব রাগ হয়। দাদা তো আমার থেকে একটু বড়, সে বেশিরভাগ সময় এইসব খুচরো ঘটনা জানতেই পারত না।

ভেজা পায়ে মা ঘাট থেকে উঠে আসত। আমি মার পিছু নিতাম। মাকে জিজ্ঞেস করতাম

---ওমা, মা ! বাবা কোথায় গেল ?

মা বলত ---চণ্ডীমঙ্গল।

কিছু না বুঝে আবার বলতাম --- ওমা, বাবা আজ কোথায় চলে গেল ?

মা বলত --- যমের দুয়ার।

আমি আর কথা বলতাম না। মা কাঁদত। আমিও কাঁদতাম।

কাঁদতে কাঁদতে মা আমার একদিন মরে গেল। বাবা খবর পেয়েছিল তিন চারদিন পরে। আচমকা বাড়ি ফিরে এসেছিল। এসে আমাকে বলল -- তোমার মাকে ডাক।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাবা বলল -- তোর মা কোথায় ?

আমি বললাম --- স্বর্গে গেছে।

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একটুও কাঁদল না। টিপ করে বসে গম্ভীর হয়ে গেল। মা মারা যাওয়ার চতুর্থ দিনে দাদাকে থান পরতে দেখে বাবা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। বাবাকে কাঁদতে দেখে আমিও কান্না জুড়েদিই। তারপর হঠাৎই দেখলাম দাদা বড়ো হয়ে গেছে। অনেক বড়ো।

দাদা বলল --- এখন আর কেঁদে কী হবে ?

বাবা বলল --- কী বলিস, কাঁদব না ?
দাদা বলল --- না, কাঁদবে না। যেখান থেকে পারো মার শ্রাদ্ধের খরচ জোগাড় করো। মার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। বাবা খুব ভালোমানুষ হয়ে গেল তারপর। একটুও বকে না। তাকে কেমন দুঃখী লাগে এখন। পাড়ার লোক এসে বোঝালো --- এরকম সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে ? মা-মরা ছেলে দুটোকে তো মানুষ করতে হবে। পুষ মানুষের কি এভাবে ভেঙে পড়লে চলে ?
বাবা বলল --- কী করব এখন ?
পাড়ার লোক বলল -- বিয়ে কর আবার।
বাবা বলল --- আবার বিয়ে করব ?
কেউ কোনো কথা বলে না। বাবা আমার আর দাদার দিকে তাকায়। আমরা চোখ ফিরিয়ে নিই। বিয়ের কথাটা তুলে দিয়ে পাড়ার লোকেরা কখন কেটে পড়েছে !
তারপর বাবা যেন একছুটে বেরিয়ে গেল স্বর্ণগোধিকা শিকার করতে। এবং কী আশ্চর্য বাবা একটি মেয়েকে সঙ্গে করে আনল একদিন। মেয়েটি রোগা। দেখতে ভালোই। বেশ ফর্সা। মেয়েটাকে দেখে প্রায় দাদার সমবয়সী মনে হল। তাকে প্রথম দেখছি, তবু যেন মনে হল আগে কোথাও দেখেছি। মেয়েটি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল --কী নাম তোমার ?
আমি বললাম -- দীপক। বাবা ডাকে ভূতু বলে।
মেয়েটি বলল --- তোমার দাদা কোথায় ?
আমি বললাম -- বাইরে কোথাও গেছে।
মেয়েটি তবে আমাদের বাড়ির সব খবর জানে। আমার মনে হল বাবা বোধহয় এ্কে বিয়ে করবে বলে এনেছে। সুন্দরর মেয়েটার উপর আমার রাগ হল। বাবার উপর রাগ হল আরও বেশি।
সেদিন বাবাকে আর আমাদের দু-ভাইকে মেয়েটি রান্না করে খাওয়ালো। খুব ভালো করে খেলাম আমরা।
খেতে খেতে বাবা বলল --- তোদের মা বেঁচে থাকতে এমন করে পেটপুরে খেতিস তোরা।
দাদা বলল -- হুঁ।
আমি বললাম -- হুঁ।
বাবা বলল -- কেমন দেখলি মেয়েটাকে ?
দাদা কিছু বলল না।
আমি বললাম -- ভালো
দাদা আমার মুখের দিকে তাকাল।
আমি বাবাকে বললাম --- মেয়েটাকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলো !
বাবা বললল -- ঠিক কথা। ফুলি, তুমিও এসে বসে পড়ো। এসো, আমরা একসঙ্গে খাই।
আমরা গোল হয়ে বসে খাচ্ছিলাম। বাবার পাশে আমি। আমার পাশে দাদা। মেয়েটি এসে বসল দাদার পাশে।
খেতে খেতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বাবা বলল -- ফুলি, তুমি বিয়ে করবে ? মেয়েটি একটু হাসল। তারপর বলল -- হুঁ।
বাবা বলল --- দেখো, পুরো সংসার তোমার উপর। ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে।
কেমন অবাক লাগছিল আমার। আমার থেকে একটু বড় দাদার বয়সী একটি মেয়ে আমাদের তিনজনের দায়িত্ব নিচ্ছে ? এখন থেকে ওকে তবে মা বলে ডাকতে হবে ? আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে আর একবার দেখলাম।দাদা মুখ গুঁজে ভাত চিবিয়ে যাচ্ছিল। বাবা বেশ খোশমেজাজে।
বাবা মুখ তুলে বলল --- দেখো, ফুলি -- সবদিক ভেবে বলো। বিয়ে করবে তো, তাহলে ?
মেয়েটি বলল -- বললাম তো বিয়ে করব।
আমি ভাবলাম, কী নির্লজ্জ রে বাবা! এইটুকু মেয়ে, নিজেই বলছে বিয়ের কথা ? বাবা একটু উচ্ছ্বসিত মনে হল। বলল -- এই বুড়োটাকে বিয়ে করবে, ফুলি ?
মেয়েটি আঁতকে উঠে বলল -- ইস্, তোমাকে কে বিয়ে করবে শুনি? আমি ওকে বিয়ে করব -- বলে মেয়েটিদাদার দিকে আঙুল তুলে দেখালো।
কথাটা শুনে আমার তো ভিমরি খাবার জোগাড়। আর দাদা ? সে বেচারা কথাটা শুনে, একটা অশ্লীল কথা বাবার সামনে শুনে ফেলেছে, এমন মুখ করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। মুখের ভাতের দলা গিলতে পারল না। বিষম লেগে একাকার কাণ্ড। বাবা গম্ভীর

মুখে উঠতে উঠতে বলল -- তোরা খেয়ে নে।
মেয়েটি দাদাকে বলল -- কী হল তোমার ?
আমি বললাম -- বিষম লেগেছে বোধ হয় !
মেয়েটি বলল -- তুমি একটু জল খাবে ?
দাদা স্পষ্ট গলায় বলল -- না
আমার খুব মজা লাগছিল। মেয়েটাকে আর মা বলতে হবে না। আমি ছোট তো, দাদার অবস্থা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আমি ভাবলাম, ফুলি মেয়েটা অ্যাতো ভালো যে, সে আমাদের মা হল না। সত্যি, ফুলির মতো মেয়ে হয় না।
পরে সব শুনলাম। মেয়েটি আর কেউ নয়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা। সে কালকেতুকে বাদ দিয়ে তার ছেলেকে বিয়ে করল। দাদার বিয়ে হয়ে গেল। আর বাবা ? তার যে কী হল, ফুল্লরার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কক্ষনো ফেরেনি। সংসারে আবার আমরা তিনজন হয়ে গেলাম। আমি, দাদা, আর ফুল্লরা থুড়ি,বৌদি।
আমাদের সংসারে দাদা এখন রোজগার করে। জমি জিরেত সামান্যই। সেটুকু চাষ করে। অন্যের বাড়ি খাটতে যায়। ফুল্লরা অন্যের ধান সেদ্ধ করে, মুড়ি ভাজে। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল। দাদা মাঝে খালে বিলে মাছ ধরতে যায়। বক ধরে, ডাউক ধরে। সেগুলো বিক্রি করে হাট থেকে তেল আনে, মশলা আনে, বউদির চুড়ি আনে। একটা ছাপা শাড়ি এনেছিল একদিন। সেই ছাপা সাড়ি পরে ফুল্লরাকে খুব ভালো লাগছিল। ফুল্লরা হাসতে হাসতে দাদাকেবলেছিল -- হ্যাঁ গো, তুমি ভালোই রোজগার করছো, ওকে পড়তে বলো না।
আমি বললাম -- আমি আবার ইস্কুলে যাব ?
ফুল্লরা বলল -- হ্যাঁ, তুমি পড়বে।
দাদা বলল -- যাস তবে আবার ইস্কুলে।
একদিন বিকেলবেলা গা ধুয়ে এসে ফুল্লরা দাদাকে ডাকল। একদম কাছাকাছি চলে আসতে দাদাকে বলল -- একটা ভালো খবর আছে।
দাদা বলল -- কী ?
ফুল্লরা বলল -- তুমি বাবা হবে।
দাদা বলল -- অ্যাঁ !
ফুল্লরা বলল -- অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। যাও, মিষ্টি কিনে আনো।
দাদা ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে মিষ্টি কিনে আনল।
আমরা তিনজন মিষ্টি খেতে খেতে গল্প করছি। হঠাৎ দাদা বলল -- আজ বাবা থাকলে কত খুশি হত। বাবা যে এখন কোথায় ?
ফুল্লরা বলল -- কোথায় আবার ? যাত্রা করছে আর ফুল্লরার সঙ্গে প্রেম করছে।
দাদা বলল -- মানে ?
ফুল্লরা বলল -- মানে, আমাকে কম জ্বালিয়েছে ! শেষে তো বিয়ে করবে একদম ঠিক।
আমি বললাম -- বাবাকে বিয়ে করলে না কেন ?
ফুল্লরা বলল -- অভিনয় আর জীবন তো এক নয়। ওই একসঙ্গে অভিনয় করতে করতে একটু ইয়ে হয়। তাই বলে ওই বুড়োটাকে বিয়ে করব নাকি ?
দাদা বলল -- বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসত, আমার মতো ?
ফুল্লরা বলল -- খুউব! কী আদর করে ডাকতো ! পান খাওয়াতো ! তোমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসতো। তুমি তো তেমন ভালোবাসতে জানোই না।
দাদা বলল -- অ্যাঁ। কী বলছো কি তুমি ? তুমি বাবার সঙ্গে প্রেম করতে ?
ফুল্লরা বলল -- উনি যেন জানেন না ! তোমার সামনেই তো আমাকে বিয়ে করার কথা বলল। শোননি সে কথা ?
মিষ্টি খেতে খেতে আমরা তেতো জগতে ঢুকে পড়লাম। বুঝতে পারছি না দাদার কতটা খারাপ লাগছে। দাদা মুখ ভার করে বসে থকাল। ফুল্লরা ডাকল-- শুনছো, কী হলো তোমার ?
আমি বললাম -- দাদা ! দাদা, কথা বলছ না কেন ?
দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল -- ব্যা।

ফুল্লরা বলল -- ভুতু, দেখো না তোমার দাদার কী হলো !
দাদা বলল -- ব্যা।
এবার ফুল্লরার দিকে তাকালো।
ব্যা - ব্যা করতে করতে দাদা আস্ত একটা ছাগল হয়ে গেল। আমি আর ফুল্লরা অনেক বুঝিয়েও তাকে কিছু করতে পারলাম না। ফুল্লরা অনুতপ্ত হল। সে চুল ছিঁড়ল, শাড়ি ছিঁড়ল। মাঝখান থেকে আমার যে আবার ইস্কুলে যাওয়ার কথা উঠছিল তা চাপা পড়ে গেল। ফুল্লরাকে বললাম -- তুমি শাড়ি ছিঁড়ছো কেন ? কে কিনে দেবে আবার ? দাদার তো ওই অবস্থা !
ফুল্লরা বলল -- কেন, তুমি আছো ! তুমি আমার শাড়ি আনবে। সিঁদুর আনবে।
আমি বললাম -- কি মুশকিল ! শাড়ি সিঁদুর কি আমার আনার কথা ?
ফুল্লরা বলল -- কে আনবে তবে ?
আমি বললাম -- কেন, আমার বড় আনবে।
ফুল্লরা দাদাকে বলল -- শুনছো, শুনতে পাচ্ছো সব ?
দাদা বলল -- ব্যা।
ফুল্লরা বলল -- অমন ছাগল যে বর, সে কি আমার সংসারের সব দায়িত্ব নেবে ?
আমিই বললাম -- আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো !
ফুল্লরা হাসল। তার স্ফীত পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল -- আরও একজন আসছে।
দাদা বলল -- ব্যা, ব্যা।
আমি আবার কালকেতু হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। লুকিয়ে অন্যের পুকুরে মাছ ধরি। অন্যের হাঁস মুরগি মেরে আনি। হাট বাজার করি। আর ফুল্লরার জন্য শাড়ি চুড়ি সব কিনে আনি এক এক করে। আমার কেন ডুরে শাড়ি পরে ফুল্লরা আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। চুল গোটায়। আমাকে খেতে দেয়। দাওয়ায় বসে ছিল দাদা। যে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠে -- ব্যা।
ফুল্লরা বলল -- তুমি কিছু বলছো ?
দাদা বলল -- ব্যা।
আমি বললাম -- ওকে আর বিরক্ত কোরো না। যা করার আমাদেরই করতে হবে। দাদা তো ছাগল হয়ে গেছে।
দাদা ধীরে ধীরে সত্যি ছাগল হয়ে গেল। ঘাস পাতা খায়। ছাগলের মতো কালো ডেলা ডেলা পায়খানা করে। ঘরের মধ্যে পেচ্ছাপ করে দ্যায়। ওকে আমরা বাড়ির বাইরে গোয়ালঘরে রেখে এলাম। গলায় দিলাম ছাগল বাঁধা দড়ি। মুখের কাছে দুর্বা ঘাস। কাঁঠালপাতা। গোয়াল থেকে আমরা দুজন যখন বেরিয়ে এলাম, দাদা বলল -- ব্যা, ব্যা।
ব্যা ব্যা করতে করতে গলায় দড়ি দিয়ে দাদা ছাগলের মতো মারা গেল। আমি আর ফুল্লরা দাদাকে পুড়িয়ে এলাম। ফুল্লরার জন্য একটা সাদা থান কিনে আনলাম। সেই থান পরে ফুল্লরা দাদার শ্রাদ্ধ করতে পসল। পাড়ার লোকজনু সব এসেছে। পুতমশাই মন্ত্র পড়াচ্ছেন। হঠাৎ ফুল্লরার সাদা থান রক্তে ভেসে গেল। ফুল্লরা কাতরাচ্ছে। পাড়ার বুড়ি মতো একজন এগিয়ে এসে বলল -- শ্রাদ্ধের কাজ বন্ধ রাখো। বউমার প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে।
ধরাধরি করে ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। ফুল্লরার বাচচা হল। আমি আর ফুল্লরা অবাক হয়ে দেখলাম, বিছানার উপর ছোট্ট একটা গোসাপের বাচচা !
আমি বললাম -- ফুল্লরা, এই তোমার ছেলে ?
ফুল্লরা বলল -- তাই তো দেখছি। বাপ মরা - বাচচাকে কেমন দেখাচ্ছে দেখো !
আমি বললাম -- কী করবে এখন ?
ফুল্লরা বলল --- তুমিই বলো।
আমি বললাম -- ওকে তো আমরা মানুষ করতে পারব না ! ওকে পুকুরে ছেড়ে দিই চলো। পুকুরের পোকামাকড় খেয়ে ও বড় হবে। মানুষ হবে।
আমি আর ফুল্লরা ওকে খিড়কির ঘাটে ছেড়ে দিতে গেলাম। ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে ওকে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিল। গোসাপটা কিলবিলিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে গভীর জলে ডুবে গেল। ফুল্লরাকে ডাকলাম -- চলো, উঠে এসো।
আমাকে অবাক করে দিয়ে ফুল্লরা বলল -- মা ছাড়া ও কি বাঁচবে ? -- বলে, নিজেও ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল পুকুরে।
আমি হতভম্ব। ফুল্লরা তার বাচচাকে আদর করছে। দুজনে সাঁতার কাটছে। পুকুরের জলে ঠেউ উঠছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে

কিছুক্ষণ তাদের দেখলাম। তারপর অনেক ডাকাডাকির পরও ফুল্লরা যখন জল থেকে তার বাচচা নিয়ে উঠে এল না, আমি চলে এল াম ঘরে।

অনেকদিন পর বাবা আজ বাড়ি ফিরেছে। বাবা সারা ঘর খুঁজেও আমাকে ছাড়া কাউকে দেখতে না পেয়ে আমাকে দাদার কথা জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম -- ব্যা।

বাবা বলল -- ফুল্লরা কোথায় ?

আমি বললাম - ব্যা।

বিরক্ত হয়ে বাবা পুকুরঘাটে পা ধুতে গেল। পুকুরের জলে ফুল্লরা আর তার গোসাপ বাচচাকে সাঁতার কাটতে দেখে বাবা চিৎকার করে বলল -- ফুল্লারাকে গোসাপে ধরেছে।

আমি বললাম - ব্যা।

বাবা ঘর থেকে বল্লম নিয়ে এসে ঘাটে ঠায় বসে থাকল। স্বর্ণগোধিকা শিকারের আশায় বাবাকে বসে থাকতে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম -- ব্যা, ব্যা।